প্রতিক্রিয়া

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

জাকির হোসেন রাজু

সম্প্রতি প্রথম আলোতে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন তরুণ শিক্ষক শামসুল হক ও রোবায়েত ফেরদৌসের লেখা 'ঢাকা' বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ ও কয়েকটি প্রস্তাব' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়েছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান, শিক্ষাদান পদ্ধতি কিংবা গবেষণার গুণগত দিক আজ ভীষণ উপেক্ষিত।' তারা এ অবস্থার কারণ-নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণার মূল্যায়নহীনতা, শিক্ষকদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও শিক্ষার্থীদের ক্লাসের বাইরে সময় প্রদানে শিক্ষকদের অনাগ্রহ এবং অপর্যাপ্ত বেতন পাওয়ার কারণে শিক্ষকদের বাইরের কাজে সময় দেওয়ার আগ্রহের কথা। হক ও ফেরদৌসকে ধন্যবাদ জানাতে হয় অপ্রিয় সত্য স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবার জন্য। একই নিবন্ধে হক ও ফেরদৌস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কী কী করা যেতে পারে তার কিছু প্রস্তাবনা রেখেছেন। তারা চাচ্ছেন যে, শিক্ষকদের মূল্যায়ন করবে তাদেরই শিক্ষার্থীরা, শিক্ষকদের মৌলিক গবেষণার ভালো প্রচার করতে হবে। কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করতে হবে, ক্লাসরুমে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের নতুন পদ্ধতি দরকার, বিনা নোটিশে ক্লাসে টেস্ট নেওয়া যেতে পারে, শিক্ষক নিয়োগে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে যোগাযোগ ও সম্পর্ক সহজ ও সুন্দর করতে হবে। নিঃসন্দেহে এগুলো সবই সুপরামর্শ; এগুলো নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পর্যায়ে আলোচনা, বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যে গঠনমূলক সমালোচনা তারা শুরু করতে চেয়েছেন, সেখানে আমি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে গত কবছরে যতটুকু আলোচনা হয়েছে সংবাদপত্রে বা অন্যান্য ফোরামে, তার প্রায় সবই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঋণাত্মক চেহারা তুলে ধরে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও পরিবেশ নিয়ে সরলরৈখিক মূল্যায়নের সর্বশেষ উদাহরণ ধরা যায় ২ নভেম্বর ২০০২ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে ড. তোফায়েল আহমেদের একটি মন্তব্যকে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক প্রশাসনের এ অধ্যাপক 'কুমিল্লায় একটি ভিন্নধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব' নিবন্ধে বলেছেন, '...ওই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সীমিতসংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিয়ে অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি পদ্ধতিতে চলে। তা ছাড়া, দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের চেয়ে বাজারের প্রয়োজনই এখানে অধিক গুরুত্ব লাভ করে। ফলে সীমিত দুই-তিনটি বিষয়ের মধ্যেই এসব শিক্ষায়তনের বিচরণ। তা ছাড়া পরিচালনা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছ নয়।'

ড. আহমেদের এ মন্তব্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে জনমনে যে স্টেরিওটাইপ-বা সাধারণ ধারণা গড়ে উঠেছে তাকেই প্রতিফলিত করে। বলাই বাহুল্য যে, এ রকম ঢালাও অভিযোগের বিপক্ষে। একটা কথা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে, সরকারি বা সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নানা ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলাই গত এক দশকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নানা ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশকে সম্ভব (নাকি, অবশ্যম্ভাবী?) করে তুলেছে। কাজেই সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে একই নিক্তিতে মূল্যায়ন করে একপেশে মন্তব্য করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং বলা ভালো যে, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের সুবিধা-অসুবিধার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে এবং সরকারচালিত উচ্চ শিক্ষা খাতের বর্তমান দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা যোগানো শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের কর্তব্য।

ড. আহমেদ যে অভিযোগগুলো করেছেন, তার মধ্যে একটি অভিযোগ সত্য যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অল্পসংখ্যক বিষয়ে অধ্যয়ন করা সম্ভব। কিন্তু সরকার অর্থ যোগান বলেই সরকারচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বেশিসংখ্যক বিভাগ খোলা হয়েছে এবং চালু আছে। অন্যদিকে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও কম ব্যয়বহুল নয়, পার্থক্য হচ্ছে এ ব্যয় সরকার দেয় বলে শিক্ষার্থীরা নামমাত্র ফি দিয়ে পড়ার সুযোগ পান। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাজার মূল্যে ফি পরিশোধ করে পড়েন। পরিচালনা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বচ্ছ বলে ড. আহমেদ যে মত দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা যায় যে, সরকারচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি পরিচালনা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বেশ স্বচ্ছ বা উচ্চ? আমি দাবি করছি না যে, সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই আদর্শ মানের পরিবেশ রয়েছে কিংবা আমাদের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যার সমাধান কেবল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই দিতে পারে। বরং আমার বক্তব্য যে, সীমিত পর্যায়ে হলেও বেশ কটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতমানের শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের যে আন্তর্জাতিক মানে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে, তা প্রশংসিত হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে, আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, হক ও ফেরদৌস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন, ঘীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবছর আগেই সেসব ব্যবস্থা চালু করেছে। বিশেষ করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা আইইউবিতে এগুলো সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে।

আইইউবিতে জুনিয়র-সিনিয়র সব শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল্যায়ন করে তাদের শিক্ষার্থীরা। প্রতি সেমিস্টারে প্রায় প্রতিটি কোর্সে এ মূল্যায়ন করা হয়। এ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা জরিপ ফর্ম নিয়ে ক্লাসে আসেন এবং শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তিনি শিক্ষার্থীদের এ ফর্ম পূরণ করতে বলেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের শিক্ষাদান বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন (যেমন, শিক্ষক ক্লাসে প্রস্তুত হয়ে আসেন কিনা, সময়মতো আসেন কিনা, কোনো ক্লাস মিস দিয়েছেন কিনা, বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনে সক্ষম কিনা, ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীদের সময় দেন কিনা ইত্যাদি)। শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের গ্রেডিং করা হয় ১ থেকে ৩-এর মধ্যে এবং স্বয়ং ভাইস চ্যান্সেলর তা চিঠি দিয়ে শিক্ষকদের জানান। হক ও ফেরদৌস আরো যেসব সংস্কারের কথা বলেছেন, তাও আইইউবিতে উপস্থিত। যেমন সেমিস্টারের শুরুতেই শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কোর্স কনটেন্ট, রেফারেন্স ও মূল্যায়ন পদ্ধতি লিখিত আকারে দেন। অনেকেই তৈরি করেন এবং সরবরাহ করেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোর্স প্যাক। ক্লাসরুমে সীমিত আকারে হলেও আমাদের সুযোগ রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের। ওভারহেড প্রজেক্টর, ভিডিও ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আমরা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করছি আইইউবিতে। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য আমরা ব্যবহার করছি নানা ধরনের আধুনিক পদ্ধতি। সাধারণত বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর সিনিয়রিটি বিবেচনা করে শিক্ষকরা ঠিক করেন যে, কি ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করবেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে বিনা নোটিশে ক্লাস টেস্ট নেওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণমূলক অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া, ওরাল প্রেজেন্টেশন, ইন্টারভিউ/ভাইবা নেওয়া, নোটবুক/জার্নাল এন্ট্রি, 'ওপেন বুক' পরীক্ষা ইত্যাদি পদ্ধতিও অনেক শিক্ষক অবলম্বন করেন।

সবশেষে শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্ন। আমি যতটুকু লক্ষ করেছি আইইউবিতে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ। প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়, কোনো রকমের পূর্ব পরিচিতি বা লবিং এখানে কাজ করে বলে আমার জানা নেই। আমার নিজের ক্ষেত্রে আইইউবিতে নিয়োগ পাওয়ার আগে এখানকার কোনো শিক্ষক বা কর্তাব্যক্তিকে আমি চিনতাম না, এমনকি আইইউবি ক্যাম্পাসও আমি আদৌ চিনতাম না।

নিঃসন্দেহে কেউ কেউ বলবেন আইইউবি দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ নয়। আমিও তার সঙ্গে একমত। আমি এ বিষয়ে সচেতন যে, অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই (যেমনটি নেই অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও)। বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে বা উঠছে শিক্ষা বা জনসেবার উদ্দেশ্যে নয়, কেবলই মুনাফার জন্য (যেমনটি গড়ে উঠেছে ভূরিভূরি প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতাল)। আমি মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন একটি জটিল কিন্তু জরুরি বিষয়। একপেশে মন্তব্য বা উচ্চকিত আশাবাদ নয়, বরং বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এ ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন।

জাকির হোসেন রাজু : সহকারী অধ্যাপক, উন্নয়ন যোগাযোগ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, গণমাধ্যম-গবেষক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা।